সর্বজনকথা

রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ বিষয়ক সংকলন-২২
৬ষ্ঠ বর্ষ: ২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি- এপ্রিল ২০২০

সম্পাদক
আনু মুহাম্মদ

প্রকাশক
তানজীমউদ্দিন খান

নির্বাহী সম্পাদক
কল্লোল মোস্তফা

সম্পাদনা পরিষদ
মোশাহিদা সুলতানা
মাহা মির্জা
সামিনা লুৎফা নিত্রা
বীথি ঘোষ
আতিয়া ফেরদৌসী চৈতী

ব্যবস্থাপনা পরিষদ
মিজানুর রহমান
মাহতাব উদ্দীন আহমেদ
শোয়েব করিম

নাম লিপি
সব্যসাচী হাজরা

প্রুফ
জাহাঙ্গীর আলম

অলংকরণ
মোঃ কৌশিক আহমেদ

পরিবেশক
বাতিঘর

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
কক্ষ নং ২০৫২, কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মোবাইল: ০১৮৮২৪৩৪৬৬৮
ইমেইল: sarbojonkotha@gmail.com
ওয়েবসাইট: http://sarbojonkotha.wordpress.com

প্রকাশক কর্তৃক চিত্রকল্প, আলিজা টাওয়ার, ১১০, ফকিরেরপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দাম: ৬০ টাকা।

ISSN 2617-2771

সম্পাদকীয় ভূমিকা

ভারতে ধর্ম জাতি অঞ্চলের ভিত্তিতে নাগরিকদের বিভেদ-বিদ্বেষ সৃষ্টির রাজনীতি দিয়ে নিজেদের ক্ষমতা আরও পাকাপোক্ত করার চেষ্টায় শাসকদল বিজেপি গোষ্ঠী মরিয়া। এজন্য দেশের ভেতরে ও বাইরে তাদের বহু প্রকল্প চলছে। কাশ্মীরে দখল-সামরিকীকরণ আরও বাড়ানো হয়েছে। কাশ্মীরী জনগণের সাংবিধানিক স্বাতন্ত্র্যের অবশিষ্ট অধিকারও কেড়ে নেয়া হয়েছে উন্নয়নের নামে। তার পর পরই ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন আর তালিকাভুক্তির আইন দিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দু ফ্যাসিবাদীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ স্টাইলে ভিন্নমতের ওপর উপর্যুপরি আক্রমণ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল প্রতিষ্ঠান দখল ও দলীয়করণেও বিজেপি সরকার বিশেষভাবে তৎপর। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি করাও বিজেপি গোষ্ঠীর বিশেষ লক্ষ্য। বলাই বাহুল্য ভারতে যতো হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির উন্মাদনা বাড়ছে, বাংলাদেশেও তা ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী রাজনীতিকে ততো পুষ্টি যোগাচ্ছে। আশার কথা ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে এর বিরুদ্ধে শিক্ষক শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন ধর্ম জাতি অঞ্চলের জনগণের বিভিন্ন অংশ প্রতিবাদ করছেন। সর্বজনকথার পক্ষ থেকে ভারতের প্রতিবাদী মানুষদের সাথে আমরা গভীর সংহতি জানাই। আমরা মনে করি সবরকম বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ভারতের মানুষের এই লড়াই আমাদেরও লড়াই।

বাংলাদেশে কর্তৃত্ববাদী/ফ্যাসিবাদী/স্বৈরতন্ত্রী শাসন অবাধে টিকে থাকার জন্য নতুন নতুন খাদ্য দিচ্ছে মানুষকে। 'উন্নয়ন' বিজ্ঞাপনী ঢোল তার অন্যতম। এদিকে সীমান্তে মানুষ হত্যা অব্যাহত আছে, বন্ধুত্বের উচ্চতার দশ বছরে সীমান্তে ভারতে বাহিনী খুন করেছে ৩ শতেরও বেশি বাংলাদেশের নাগরিক। দেশের ভেতর ক্রসফায়ারে খুন করে সরকারি বাহিনী তাদের সন্ত্রাসী আর মাদকব্যবসায়ী বলে অপবাদ দেয়, আর ভারতের বাহিনীর হাতে খুন হওয়া মানুষদের দুই দেশের সরকারই অপরাধী চোরাচালানী বলে খুনকে বৈধতা দেয়।

উন্নয়নের নামে দেশধ্বংসী ব্যয়বহুল প্রকল্প যোগ হচ্ছে নতুন নতুন। যেসব দেশ কয়লা -পারমাণবিক প্রকল্প থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সেসব দেশের ব্যবসায়িক গোষ্ঠীও বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে মুনাফার জন্য যা খুশি করা সম্ভব, এসে ব্যবসা জমাচ্ছে। এই সংখ্যায় জার্মানির একটি কোম্পানি কীভাবে সংগোপনে সুন্দরবনবিনাশী রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পে যুক্ত হয়েছে তার বিষয়ে পর্যালোচনা করেছেন একজন জার্মান অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞ।

বাংলাদেশে চীনের ভূমিকা ক্রমেই বাড়ছে। চীন অবকাঠামোগত যোগাযোগ পরিকল্পনা 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' এর মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে সড়ক, রেল ও নৌপথের সংযোগ তৈরি করছে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চীনের এসব কর্মসূচি কী প্রভাব ফেলতে পারে, বাংলাদেশের জন্য এর তাৎপর্য কী তার উত্তর অনুসন্ধানী একটি লেখা এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল। চীন বিষয়ক ধারাবাহিক লেখা অনিবার্য কারণে এই সংখ্যায় প্রকাশ করা গেলো না।

বাংলাদেশে পুঁজিবাদ বিকাশের বিশেষ ধরন বুঝতে এনজিও-র বিকাশ ধারা বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ। এই সংখ্যায় এনজিওর ভূমিকা, বিশ্বব্যাপী নয়া-উদারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও নয়া অর্থনৈতিক বিন্যাসের সাথে এর উত্থানের তাৎপর্য এবং একই সাথে এর পশ্চাদপসরণ, মেরুকরণ, অঙ্গীভবন ও কর্পোরেটাইজেশন বা বাণিজ্যিকীকরণ সম্পর্কে বিশেষণ উপস্থিত করা হয়েছে। একইসাথে ব্র্যাককে মূল দৃষ্টান্ত হিসেবে নিয়ে এই জগতের নতুন রূপ 'কর্পোরেট এনজিও' পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসী শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও তাঁদের বিদেশ গমন থেকে ফেরা পর্যন্ত অনিশ্চয়তা, নির্যাতন, প্রতারণা, জালিয়াতি কোনো ভাবে কমছে না। এবিষয়টি নিয়ে একটি গবেষণা গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের অনুবাদ 'অভিবাসন ও জুয়া' থেকে এ সম্পর্কে কিছু চিত্র পাওয়া যাবে। এছাড়া প্রবাসী শ্রমিকদের নিয়ে নির্মিত 'পরবাসি মন আমার' (২০০১)এর একটি পর্যালোচনাও এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল।

'বাংলাদেশের ডোমসমাজ' এদেশের নাগরিকদের মধ্যে আর্থিকভাবে অবহেলিত, বঞ্চিত এবং সামাজিকভাবে সবচাইতে নিগৃহীত জনগোষ্ঠীর একটি। সমাজে তাদের কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করলেও তাঁদের জীবন নিয়ে
গবেষণা লেখালেখিও খুব কম। এই সংখ্যায় তাঁদের নিয়ে একটি অনুসন্ধানী লেখা প্রকাশিত হল।

পুঁজিবাদের বৈশ্বিক ব্যবস্থায় যেমন নজরদারি বেড়েছে অনেক তেমনি তাকে মোকাবিলা করার পথও তৈরি হচ্ছে। একটি পথ দেখিয়েছেন জুলিয়ান অ্যাসেঞ্জ, ম্যানিং ও স্নোডেন। তাঁদের ভূমিকা নিয়ে আরও পর্যালোচনা দরকার। এই সংখ্যায় এডওয়ার্ড স্নোডেন-এর আত্মজীবনী 'পার্মানেন্ট রেকর্ড' এর একটি পর্যালোচনা প্রকাশ করা হল।

বাজার অর্থনীতির সূত্র অনুযায়ী প্রবৃদ্ধির ঘোরে পড়ে পৃথিবীর মাটি, পানি, জলাশয়, বনভূমি ক্রমাগত বিপর্যস্ত হচ্ছে। অর্থনৈতিক চিন্তার এই ধরন নিয়ে বিশ্বজুড়ে প্রশ্নও বাড়ছে। 'আগে উন্নয়ন, পরে পরিবেশ' শীর্ষক লেখায় এবিষয়ে কিছু যুক্তি ও তথ্য হাজির করা হয়েছে।

'নারী-পুরুষের মানস : পুরুষতান্ত্রিক ধারণা ও বৈষম্যের জৈবসামাজিক ভিত্তি' বিষয়টি দাবি করে বহুমাত্রিক বিশ্লেষণের। সেভাবেই লিখিত একটি ধারাবাহিক লেখা এই সংখ্যা থেকে শুরু হচ্ছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে নিরাপদ সড়ক আন্দোলন এক অতুলনীয় অভিজ্ঞতা। স্কুলের পোশাকে হাজার হাজার কিশোর কিশোরী সর্বজনের জীবন নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি নিয়ে ২০১৮ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে রাস্তায় নেমে এসেছিল। আন্দোলন ও আক্রান্ত হবার বহু কাহিনী সেই কিশোরদের, সংহতি প্রকাশ করা শিক্ষার্থীদের। তারই কয়েকটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা শুরু হল এই সংখ্যা থেকে।

ধারাবাহিক লেখা 'অ্যাঞ্জেলা ডেভিসের সাথে কথোপকথন' এর দ্বিতীয় পর্ব এবং গ্রামীণ অর্থনীতি সমীক্ষার দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব প্রকাশ করা হল। এছাড়া আরও থাকছে কয়েক মাসের খবর।

আনু মুহাম্মদ
২৮ জানুয়ারি ২০২০